দেশ ও স্বাধীনতার জন্য হুমকি

ইসকন

দ্যা গ্রেট ইস্যু

সময়ের সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ ফেৎনা

ISKCON

আব্দুল্লাহ আল মামুন

ইসকনের পরিচয়

শাব্দিক বিশ্লেষণ

- ISKCON শব্দটি হলো, Abbreviation বা বাক্য সংক্ষেপণ।
- যার মূল রূপ হলো,

International Society for Krishna Consciousness বা, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংস্থা।

- যা পশ্চিমা দুনিয়ায় হরে কৃষ্ণ মুভমেন্ট বা হরে কৃষ্ণ আন্দোলন নামে পরিচিত।

ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা

- পূর্ণ নাম :অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।
- **জন্ম :** ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ সালে কলকাতা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ব্রিটিশ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন।
- **মৃত্যু :** ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ৮১ বছর বয়সে ভারতের বৃন্দাবনে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার পড়াশুনা হয় এক খৃস্টান মিশনারি স্কুলে। তিনি কখনই ভারতের কোনো মূলধারার ধর্মশালায় পড়াশুনা করেন নি, বরং তিনি পড়াশুনা করেছেন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজটি খ্রিস্টান মিশনারি দ্বারা পরিচালিত। স্বামী প্রভুপাদ পেশায় ছিলেন একজন ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ী। ১৯৬৫ সালের দিকে স্বামী প্রভুপাদ স্থায়ীভাবে আমেরিকায় চলে যান। যাওয়ার এক বছর পর ১৯৬৬ সালে ইসকন নামক এই উগ্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী সংগঠন গড়ে তুলেন।

আধিপত্য বিস্তার

ইসকনিদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূজা করব আর কোনো দেবদেবীর পূজা করব না। অথচ হিন্দু ধর্মের প্রধান ৩ জন দেবতা হলেন ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিব। হিন্দু ধর্ম কখনই শুধু শ্রীকৃষ্ণ নির্ভর নয়। তাই স্বামী প্রভুপাদের নতুন ধরনের এই হিন্দু সংগঠন চালু করাতে প্রথমেই তাকে বাধা দিয়েছিলো মূলধারার সনাতন হিন্দুরা। অধিকাংশ হিন্দু পণ্ডিতই তার বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে। কিন্তু সেই সময় স্বামী প্রভুপাদের পাশে এসে দাড়ায়, জে. স্টিলসন জুডা, হারভে কক্স, ল্যারি শিন ও টমাস হপকিন্স-এর মত ইহুদী ও খ্রিস্টানদের চিহ্নিত এজেন্টগুলো।

উইকিপিডিয়ায় যা উল্লেখ রয়েছে, তা নিম্নরূপ -

Despite attacks from anti-cult groups, he received a favorable welcome from many religious scholars, such as J. Stillson Judah, Harvey Cox, Larry Shinn and Thomas Hopkins.

- অর্থাৎ,

কাল্ট বিরোধী গোষ্ঠীর আক্রমন হওয়া সত্ত্বেও জে. স্টিলসন জুডাহ, হার্ভে কক্স, ল্যারি সিন এবং থমাস হপকিন্সের মত অনেক ধর্মীয় পন্ডিতদের কাছ থেকে তিনি অনুকূল অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন।[1]

মোটকথা, ইহুদী-খিস্টানদের চিহ্নিত কিছু এজেন্ট ছাড়া মূলধারার সকল সনাতন ধর্মালম্বীরা প্রথম থেকেই এই ইসকনের বিরোধিতা করে আসছে।

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/A. C. Bhakti vedanta Swami Prabhupada

মূলত, ইসকন হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে পশ্চিমাদের তৈরি নতুন এক ফিরকা, যারা কৌশলে ভারতবর্ষে মূলধারার সনাতনিদেরকে অপসারণ করে নেতৃত্ব দখল করতে চায়।

ইসকন সদস্য ও মন্দির

ইসকন বিশ্বব্যাপী ৩৫০টিরও বেশি কেন্দ্র, ৬০টি গ্রামীণ সম্প্রদায়, ৫০টি স্কুল এবং ৬০ টি রেস্তোরাঁ নিয়ে গঠিত।[2]

২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসকন প্রতিষ্ঠার ২৯ বছরে সংগঠনটির মোট স্থায়ী বা আজীবন সদস্যের সংখ্যা ছিল, মাত্র ১৯০০ জনের মতো। গত ২০১৯ সালে এর সংখ্যা ছিলো ৩৫,০০০ হাজার। চলতি বছর ২০২৪ সালে সংখ্যার বিষয়ে জানা যায়নি। তবে, বিষয়টি সাধারণভাবেই অনুমান করা যায় যে, সম্প্রতি সাধারণ হিন্দুরাও যেভাবে দলে দলে তাদের সংস্থায় যোগদান করছে, তাতে বর্তমানের সংখ্যা কী পরিমাণ হবে, বিষয়টি নিয়ে ভাবা উচিৎ।

সাধারণ হিন্দুদের সাথে প্রবল মতবিরোধ

হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনো প্রথা নেই, হিন্দু পিতামাতার ঘরে জন্ম হলেই কেবল হিন্দু হওয়া সম্ভব। জন্মসূত্রের ওপর ভিত্তি করেই একজন হিন্দু হিন্দুসমাজের কোন বর্ণের অন্তর্ভূক্ত তা নির্ধারিত হয়। কিন্তু, এই ইসকনিরা পশ্চিমা সাদা চামড়ার অহিন্দু ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে তাদেরকে 'হিন্দু' হিসেবে প্রচার করছে, যা সনাতন হিন্দুধর্মের সাথে সম্পূর্ণই সাংঘর্ষিক।

ইসকনিরা এতোটা গোঁড়া বৈষ্ণব যে, তারা ‘কৃষ্ণ’ বা তার সংশ্লিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য শাক্ত দেবদেবীর পূজা করে না এবং শাক্ত দেবদেবীগুলোকে ‘কৃষ্ণে’র তুলনায় হেয় করে থাকে। কিন্তু, এদেশীয় হিন্দুরা মূলত ‘শাক্ত’

[2] https://iskcongangasagar.com/about-us.html

শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গোঁড়া ইসকনিরা শাক্তদের আচারপ্রথাসমূহ ব্যঙ্গ করে এবং তারা শাক্তদের মূল দেবী কালীকে 'রক্তখেকো ডাইনী' বলে মন্তব্য করে। তাদের মন্দিরে কালীপূজা তো দূরের কথা, এমনকি বাঙালি হিন্দুদের প্রধান উৎসব 'দুর্গাপূজা' পর্যন্ত ইসকনিদের মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় না (তবে, সম্প্রতি হিন্দুদেরকে প্রতারিত করে তাদের মতবাদে দিক্ষিত করার কারণে কিছুটা সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে)।

অর্থাৎ, তারা এদেশের হিন্দুসমাজের প্রচলিত আচারপ্রথাকে বাদ দিয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রবেশ করাচ্ছে।

ইসকনিরা নিজেদের ছাড়া অন্যান্য হিন্দুদের রান্না খায় না, এমনকি নিজেদের মায়েদের হাতের রান্নাও তারা খায় না বলে হিন্দুদের কাছ থেকেই শোনা যায়। মূলত, এই 'ইসকন' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে পশ্চিমা ইহুদি-খ্রিস্টানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য।

এই হলো, ইসকন ও মৌল হিন্দুত্ববাদীদের মাঝে মতবিরোধ ও সংঘর্ষ, যা আজ অবধি বিদ্যমান।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন ইসকনের বেসিক কনসেপ্ট মধ্যযুগের চৈতন্য'র থেকে আগত। চৈতন্য ছিলো তীব্র মুসলিমবিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িক। চৈতন্য'র অন্যতম থিউরী হচ্ছে- 'নির্যবন করো আজি সকল ভুবন'। যার অর্থ হলো, সারা পৃথিবীকে যবন (মুসলমান) মুক্ত করো।

বলা হয়ে থাকে, শ্রী চৈতন্য নাকি অসাম্প্রদায়িক ও উদার চেতনার অধিকারী ছিল। এ কথা মোটেও সত্য নয়। সে হিন্দুদের জাতপ্রথার বিরুদ্ধে ছিল। কারণ জাতপ্রথার কড়াকড়ির কারণে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিল। সে চেয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ঘটিয়ে এই

ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া রোধ করতে এবং মুসলিমরাও যেন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করতে পারে সেই ব্যাবস্থা করতে। তাই দেখতে পাই নিচু বর্ণের হিন্দুদের প্রতি সে সহানুভূতিশীল হলেও মুসলিমদের সে যবন, ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য বলেই ঘৃণা করত।

তখনকার দিনে মুসলমানের স্পর্শ করা খাবার বা পানীয় গ্রহণ করলে হিন্দুরা জাতিচ্যুত হত। প্রকৃতপক্ষে, চৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কি ছিল, তা তাঁর নিজের কথায় সুস্পষ্টরূপে জানা যায়।

আর প্রাচ্যের জায়োনিস্টরা যখন লক্ষ্য করলো, শ্রী চৈতন্যের এই থিউরীকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই এই ধর্মকে মৌলবাদ থেকে অপসারণ করা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাধ্যমে Killing Muslims বা 'মুসলিম নিধন' বাস্তবায়নের এক সূবর্ণ সুযোগ। এহেন হীনস্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের মূল টার্গেট ছিলো ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে তৈরী করা।

টার্গেট এখন মুসলিমা মেয়ে

বর্তমানে চরম উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংস্থা 'ইসকনের' আরো একটি ভয়ংকর ষড়যন্তের নাম **'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ'**। বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলা অতঃপর ভোগ করার ঘৃণতম এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এই উগ্রপন্থীরা। ভারতে ওরা হিন্দু মেয়েদের সাথে মুসলিম ছেলেদের প্রেম ভালোবাসার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। তাদের দাবি হলো, মুসলিম যুবকরা হিন্দু মেয়েদের সাথে প্রেমে জড়িয়ে তাদেরকে ভোগ করে অতঃপর ধর্মান্তরিত করে। এটা বানোয়াট অভিযোগ, এটা অপবাদ বৈ কিছু না।

এই মিথ্যা দাবিকে কাজে লাগিয়ে মূলত ওরা আমাদের মুসলিমা বোনদের সতিত্ব ও চরিত্র ধ্বংস করার এক ছক এঁকেছে। দলবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্রের মাঠে অবতীর্ণ হয়েছে তারা এবং আর.এস.এস এর পক্ষ থেকে উগ্র হিন্দু যুবকদের জন্য বিশেষ এক ধরণের কোর্সের প্রথা চালু করেছে তারা। যা মূলত ৩ মাস থেকে ৬ মাস মেয়াদী।

• যারা একটু বেশি মেধাবী, তাদের জন্য ৩ মাস।

• যাদের মেধা তুলনামূলক কম, তাদের জন্য ৬ মাস।

এই কোর্সে একজন হিন্দু যুবককে শিক্ষা দেওয়া হয়,

- কীভাবে একজন মুসলিম মেয়ের সাথে কথা বলতে হয়।
- কীভাবে তাদের সাথে ধর্মীয় ভঙ্গিতে কথা বলে মিশতে হয়।
- তাছাড়া নামাজ, রোজা, কালিমা, সালাম দেওয়া, শুদ্ধ তিলাওয়াত, ইসলামিক নাশিদ ইত্যাদী শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে করে, প্রশিক্ষিত সেই হিন্দু যুবকদের সাথে কেউ মেলামেশা করলে সহজে বুঝতেই পারবে না যে, সে একজন হিন্দু ছেলে। এভাবেই মূলত মুসলিমা মেয়েগুলো তাদের ফাঁদে সহজেই পা দেয়।

যে সব কথা বলে মুসলিমা মেয়েদেরেকে প্রতারিত করে তাদের ফাঁদে ফেলায়-

- আমি মুসলিম হতে চাই।
- আমার ইসলাম খুব ভালো লাগে।
- আপনাদের নামাজ পড়াকে ভালো লাগে।
- আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই।
- আমি আপনার বন্ধু হতে চাই।

- আপনি হিজাব পরিধান করেন, এটা আমার খুব ভালো লাগে।
- আমি আপনার কাছ থেকে দ্বীন শিখতে চাই।
- হিন্দু থেকে মুসলিম হলে কী কী লাভ? জানতে চাই।
- আমি আপনাকে অনেক আগে থেকেই ফলো করি। আপনাকে আমার খুবই ভালো লাগে। এখন আমি মনস্থির করেছি যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করবো।

যদি টার্গেটকৃত মুসলিমা মেয়ে সেই হিন্দু ছেলের ফাঁদে পা দেয়, তাহলে তো তার জন্য সোনায় সোহাগা। কষ্ট ছাড়াই তাকে শিকার করে ফেললো। অতঃপর, কথাবার্তা ও খোশ আলাপে ধীরে-ধীরে যখন সম্পর্ক কাছাকাছি হতে থাকে, তখন আসে দেখা-সাক্ষাতের পালা। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই কোনোভাবেই স্বার্থ হাসিল করার সুযোগ মিলে না নিশ্চয়। তবে, বারংবার দেখা-সাক্ষাতের ফলে এক পর্যায়ে সেই মুসলিমা মেয়েও ছেলের প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। এভাবেই এরা সাইকোলজিক্যালি মুসলিমা মেয়েদেরকে আন্তরিক করে ফেলে এবং গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। ভালো বন্ধুত্ব করে একসাথে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে। আর তখন থেকেই আসল মিশন শুরু হয়।

- ধীরে-ধীরে শারিরীক সম্পর্ক স্থাপন করে যেনায় লিপ্ত হওয়া ও ভিডিও ধারণ করা।
- তারপর সেই ভিডিওকে মাধ্যম বানিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা।
- ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেইল অতঃপর ধারাবাহিক ধর্ষণ করা।
- অতঃপর হিন্দুধর্ম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা।
- এ পর্যায়ে এসে ওরা দু'টো কাজ করে থাকে।

১. **যদি মুসলিমা মেয়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত না হয়,** তাহলে পরেরবার ইনভাইট করে গণহারে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা।

২. **যদি সম্মত হয়,** তো পরবর্তী প্ল্যান হলো ভারত সফর (না ফেরার এক অচিন শহরে নিয়ে যাওয়া)।

- এ পর্যায়ে এসে যে সকল মুসলিমা মেয়েরা সম্মত থাকে, তাদের বেশিরভাগই মানুষিকভাবে প্রেমাসক্ত বা যাদুগ্রস্ত। যাদুগ্রস্ত বলার কারণ হলো, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তাদের হীনস্বার্থ হাসিল করার লক্ষে প্রচুর পরিমাণে মুসলিমা মেয়েদেরকে কালোযাদু করে থাকে, যা রীতিমত অবাক হওয়ার মতই।
- সর্বশেষ ভারতের অজ্ঞাত কোনো যৌন পল্লিতে মুসলিমা মেয়েকে চড়ামূল্যে বিক্রি করে দেয় মালাউন উগ্রবাদীরা।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, শেষ পর্যন্ত মিশনকে সফল করার পর উক্ত 'ইসকন' সদস্যকে এবার আসল পুরষ্কারে পুরষ্কৃত করার পালা।

আর এস এস কর্তৃক ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোনো হিন্দু ছেলে যদি কোনো মুসলিমা মেয়েকে প্রেমের ছলনায় মিলন করে, ধর্মান্তরিত করে বা পাচার করে সফল হয়, তাহলে তাকে যা যা পুরস্কার দেওয়া হয় -

১. খরচের জন্য নগদ আড়াই লাখ টাকা।
২. বসবাসের জন্য একটা আলীশান বাড়ি।
৩. জীবন চালানোর মতো বেতনে একটা নিশ্চিত চাকরী।

এমন লোভনীয় অফার কে না গ্রহণ করবে! যে কোনো হিন্দু ছেলে এই অফারের কথা শোনা মাত্রই তাদের দলে যোগদান করে মুসলিমা মেয়েদেরকে শিকারের জন্য মাঠে নামবে। নাউযুবিল্লাহ!

ময়মনসিংহ হালুয়াঘাটে আইরিন নমের এক মুসলিম মেয়েকে ভুয়া এফিডেভিট দেখিয়ে বিয়ে করে এক উগ্রবাদী ইসকন সদস্য। দীর্ঘ ৭ মাস একসাথে বসবাস অতঃপর তাকে মানুষিকভাবেভাবে নির্যাতন করে!

আইরিন একটি প্রাইভেট কোম্পানীতে জব করতো। অফিসে যাওয়ার প্রাক্কালে মাঝেমধ্যেই তার মোবাইল রিচার্জ করতে হতো। একদিন সে এক দোকানে গিয়ে রিচার্জ করতে গেলে দোকোনের মালিক অন্তর তাকে বলে যে, "আপু, আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে যান, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, কাজ শেষ করে পাঠিয়ে দিবো। আইরিন তাকে বিশ্বাস করে মোবাইল নাম্বার দিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অবশ্য টাকা রিচার্জ চলে যায়। কিন্তু অন্তর নামের এই ছেলে আইরিনকে মাঝেমধ্যেই কল দিয়ে তার সাথে বন্ধু হওয়ার কথা বলে যোগাযোগ বজায় রাখে। আইরিনও এই বিষয়টিকে এতোটা সিরিয়াসলি নেয়নি। এক পর্যায়ে সে আইরিনকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তার এই প্রস্তাবে রাজি হয় না।

কিছুদিনের মধ্যে আইরিন জানতে পারে যে, অন্তর মূলত একজন হিন্দু। এর পর থেকেই অন্তরের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখার চেস্টা করে আইরিন। কিন্তু অন্তর কোনোভাবেই তাকে ছাড়তে রাজি না। এমনকি সে মাঝেমধ্যে আইরিনের বাসায় গিয়ে তার আব্বা-আম্মার সামনেই তাকে নিয়ে আসতে খুব দস্তাদস্তি করে। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো। তা হলো, আইরিন মূলত একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ছিলো এবং অন্তরও ছিলো একজন বিবাহিত- যা শুরুতে দু'জনের কেউ জানতো না। আইরিনের আব্বা-আম্মা এই বিষয়টিকে তাদের দু'জনের মাঝে সাধারণভাবেই দেখতেন শুরুতে। কিন্তু পরবর্তীতে খুব কঠোর হোন এবং

এটাকে বিভিন্নভাবে সমাধান করার চেসটা করেন। এক পর্যায়ে আইরিন তাকে বলে যে, "তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে আমি তোমার সাথে বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারি।" এই কথায় অন্তর রাজি হয়ে যায়।

দু'দিন পর অন্তর তার কাছে ভূয়া এফিডেভিট নিয়ে হাজির হয়। খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, এটা মূলত ২০০ টাকা খরচ করে নোটারী পাবলিক করা এক ভূয়া এফিডেভিট। তারপর সে আইরিনকে কোনো রকম স্বাক্ষী ছাড়াই এক নির্জন জায়গায় নিয়ে বিয়ে করে নেয়। বিয়ের পর তাকে নিয়ে অজ্ঞাত এক স্থানে দীর্ঘ ৭ মাসের মত বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করে। এরপর পূনরায় হালুয়াঘাটে দু'জন ফিরে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় আইরিনকে মানুষিকভাবে নির্যাতন করা। আইরিনকে সে সবসময় ব্ল্যাকমেইল করে মানুষিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতো।

দীর্ঘ ৭ মাস একসাথে ছিলা তারা। এর মধ্যে আইরিনের প্রতিটি মেলামেশা সে ভিডিও আকারে ধারণ করে রাখে। আর এগুলো দিয়েই মূলত তাকে ব্ল্যামেইল করে। এমনকি সে আইরিনের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল করে লক্ষাধিক টাকা নেয়। অন্তরের এসব কান্ডের কারণে হালুয়াঘাট থানায় মামলাও করা হয়। কিন্তু মামলা করেও কোনো সুরাহা মেলে নি। এটা নিয়ে আইরিন খুব ভয়ের মধ্যে ছিলো। পরিশেষে, সে এলাকাবাসী ও দ্বীনী ভাইদেরকে জানানোর পর সবাই মিলে অন্তরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করে।

পাঠকবৃন্দ! বিষয়টি সম্প্রতি কতটা ভয়ংকর আঁকার ধারণ করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের চারপাশে এসব ঘটনা অহরহ হচ্ছে। দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। আমাদের অজস্র মুসলিমা বোনদের জীবন এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস করা হচ্ছে প্রজন্মের 'মা'দেরকে।

আর আমাদের মুসলিমা বোনেরাও আজকাল আত্মমর্যাদাহীন হয়ে গিয়েছে। ভুলে গিয়েছে তারা নিজেদের পরিচয়। বে-পরোয়াভাবে চলা-ফেরা, মেলামেশা ও হারাম রিলেশনের শিকার হচ্ছে। বিলিয়ে দিচ্ছে নিজেদের সতীত্ব ও সবটুকু। মুসলিম মেয়েদের জন্য আল্লাহ তা'আলা গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা হারাম করেছেন, এ বিষয়ে আজ তারা কোনো তোয়াক্কা ই করছে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

- অর্থাৎ, নিশ্চয় একজন মুশরিকের চেয়ে একজন মুমিন গোলামও উত্তম। যদিও মুশরিক তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়।[3]

হে আমার মুসলিমা বোনেরা, আসুন, আল্লাহ আ'আলার বিধান মেনে চলি এবং এখনই সচেতন হই। সচেতনতা গড়ে তুলি এবং নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি-

- মুসলিম মেয়েদের কাছে অপরিচিত কোনো গাইরে মাহরাম ব্যাক্তি ম্যাসেজ করলেই ব্লক করে দিন। আর রসিকতা করে কেউ কথা বললে তাকে এড়িয়ে চলুন। যে সকল মেয়েরা গাইরে মাহরাম ছেলেদের সাথে ওঠাবসা করে, তাদের সাথেও গভীর সম্পর্ক করা থেকে বিরত থাকুন।
- মুসলিমা মেয়েরা হিন্দু কোনো দোকান থেকে কেনাকাটা বন্ধ করে দিন। এতেও অনেকে আক্রান্ত হচ্ছে। নিজের প্রয়োজনের জিনিষসগুলো নিজের ঘরের মানুষদের দিয়ে কেনান। আর যদি নিরুপায় হয়ে যেতেই হয়, তাহলে মুসলিম দোকান থেকে জিনিষ ক্রয় করুন।

---

[3] *সুরা বাকারা-২২১*

- বাইরে একদম সময় কাটাবেন না। স্কুল/কলেজ বা মাদরাসায় যেতে হলে নিজের বাবা বা সহোদর ভাইকে সাথে নিয়ে যান। বাড়ী ফেরার পথে আবার একসাথেই আসুন।

সর্বোপরি, দ্বীনের উপর উঠে আসুন। দেখবেন, সকল ফেতনা থেকে বেঁচে যাবেন। নিরাপদ রাখার মালিক আল্লাহ, তাই আল্লাহর বিধান পরিপূর্ণরূপে মেনে চলুন।

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ বনাম লাভ জিহাদ

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ-

মুসলিমা মেয়েদেরকে ধ্বংস করার এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র।

লাভ জিহাদ-

মুসলিম যুবকদেরকে ফাঁসানো অতঃপর তাদেরকে নির্মূল করার এক নীল নকশা।

উগ্রবাদিরা মুসলিম তরুণ ও তরুণী উভয় শ্রেণীকে ধ্বংস করার জন্য এক ভয়ানক ফাঁদ তৈরী করেছে। তাদের দাবি হলো, মুসলিম যুবকরা হিন্দু মেয়েদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাদেরকে ধর্মান্তরিত করে থাকে। সে জন্য নাকি মুসলিম ছেলেকে প্রতি হিন্দু মেয়েকে বসে আনার জন্য মাথাপিছু ৫০,০০০/- (দশ হাজার) রুপি পুরস্কৃত করা হয়। এটাকে তারা নাম দিয়েছে **'লাভ জিহাদ'** নাউযুবিল্লাহ!

এর বিপরীতে তারা মুসলিমা মেয়েদের জন্য এক জঘন্যতম ফাঁদ তৈরী করেছে। যেখানে উগ্রবাদিরা মুসলিমা মেয়েদেরকে টার্গেট করে করে তাদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলবে এবং তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় ধর্ষণ করবে। উগ্রাবদিরা এর নাম দিয়েছে, **'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ'**।

শাব্দিক বিশ্লেষন

লাভ জিহাদ

- 'লাভ' ইংরেজি শব্দ। অর্থ: 'ভালোবাসা'।
- 'জিহাদ' আরবি শব্দ। অর্থ: 'যুদ্ধ করা'।

তারা মনে করে থাকে, মুসলিম যুবকরা তাদের সনাতনি মেয়েদেরকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করার এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যা মুসলিমদের যুবকদের উপর মস্তবড় অপবাদ। এর কোনো বাস্তবতা ও ভিত্তি পাওয়া যায় না। বস্তুত, তারা আমাদের মুসলিমা মেয়েদেরকে নির্বিঘ্নে ধ্বংস করার জন্য এটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ

- 'ভাগওয়া' অর্থ: 'গেরুয়া রং',

যেটি উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রতীক বলে মনে করা হয়।

- 'লাভ' অর্থ: 'প্রেম, ভালোবাসা'।
- ট্র্যাপ (Trap) অর্থ: ফাঁদ।

তাহলে মূল অর্থ দাড়াচ্ছে, 'গেরুয়াদের প্রেমের ফাঁদ। উদ্ভট ও মিথ্যা লাভ জিহাদকে কেন্দ্র করে তাদের এই ঘৃণতম আয়োজন। এ কাজের জন্য তারা তাদের যুবকদেরকে মাথাপিছু মোটা অংকের টাকা প্রদান করে থাকে।

'লাভ জিহাদ' ভারতের রাজনীতিতে একেবারে গেঁড়ে বসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি এবং এই দলটির কিছু সদস্য যারা হিন্দুত্ব মতবাদে বিশ্বাসী তাদের অনেকেই জনসম্মুখে খোলামেলাভাবেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এর প্রতিবাদস্বরূপ 'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ' এর দিকে উগ্রবাদিদেরকে আরো বেশি উস্কিয়ে দিয়েছে।

লাভ জিহাদ ও রাজনীতি

সাম্প্রতিক সময়ে যে কোনো নির্বাচনের আগে কট্টর হিন্দু গোষ্ঠীগুলো লাভ-জিহাদের ধুয়ো তুলে ভোটার মেরুকরণের চেষ্টা করছে। ২০১৪ সালে উত্তর প্রদেশে রাজ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় নগ্নভাবে এটি করা হয়েছে।

অধ্যাপক গুপ্তা বলেন, হিন্দু গোষ্ঠীগুলো পোস্টার, গুজব, কানকথা ব্যবহার করে 'মুসলিম পুরুষদের দ্বারা হিন্দু নারীদের তথাকথিত অপহরণ, ধর্মান্তর, ধর্ষণ, জবরদস্তি করে বিয়ে' ঠেকানোর **'সুপরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা'** শুরু করেছে।

কট্টর হিন্দু সংগঠন আরএসএস, যাদেরকে বিজেপির আদর্শিক অভিভাবক বলে মনে করা হয় - তারা তাদের মুখপাত্র সাময়িকীতে 'লাভ জিহাদের' নানা কাহিনী প্রচার করেছে। 'লাভ ফর এভার, লাভ জিহাদ নেভার' (ভালবাসা চলবে কিন্তু লাভ জিহাদ কখনই চলবে না) স্লোগান তুলতে অনুসারীদের উৎসাহিত করেছে।

শুধু যে মুসলিম পুরুষদের মোটা দাগে একই ব্র্যাকেটে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে তাই নয়। সেইসাথে হিন্দু নারীদের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তর করার 'আন্তর্জাতিক ইসলামি চক্রান্ত' তুলে ধরা হচ্ছে। এমন প্রচারণাও চালানো হচ্ছে যে, বিদেশ থেকে মুসলিম যুবকদের টাকা পাঠানো হচ্ছে যাতে তারা সুন্দর পোশাক পরে, দামি গাড়ি কিনে এবং উপহার দিয়ে হিন্দু নারীদের আকৃষ্ট করতে পারে।

উত্তর প্রদেশে বিজেপির একজন মুখপাত্র বলেন, 'গ্লোবাল জিহাদের অংশ হিসাবে দুর্বল অসহায় হিন্দু মেয়েদের টার্গেট করা হচ্ছে।'

অধ্যাপক গুপ্তা বলেন, 'নারীদের নামে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের পেছনে মানুষ জড়ো করার চেষ্টা চলছে।'

গবেষক এবং পর্যবেক্ষকরা বলছেন লাভ-জিহাদ নিয়ে অতীতে এবং বর্তমানের প্রচারণার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তবে বর্তমানে যে প্রচারণা তা অনেক শক্তিশালী কারণ এর পেছনে রয়েছে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি।

'স্বাধীনতার আগে এসব প্রচারণা শুধু সংবাদপত্রের ভেতরের পাতাতেই সীমিত থাকতো। মূলধারার রাজনৈতিক কোনো দল বা নেতা এসব গুজব কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন না। এখন এসব গুজব এবং প্রচারণা মিডিয়ার প্রথম পাতার খবর এবং রাষ্ট্র এসব আইন তৈরি এবং প্রয়োগের প্রধান উদ্যোক্তা, বলছিলেন অধ্যাপক গুপ্তা।'[4]

লাভ জিহাদ, ইসলাম কী বলে?

ইসলাম ধর্মে 'জিহাদ' আছে; তবে, 'লাভ জিহাদ' নেই। 'জিহাদ হলো, ইসলামের সুমহান, পুত ও পবিত্র একটি বিধান। যা মুমিনদের জন্য সৌন্দর্য্য ও কাফেরের জন্য আত্মঘাতি ও ধ্বংস স্বরূপ।

পক্ষান্তরে, 'লাভ জিহাদ' উগ্রবাদি মালাউনদের কর্তৃক নবআবিস্কৃত একটি শব্দ, যার সাথে ইসলামের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। বরং, তারা ইসলামের পবিত্র একটি বিধানকে বিকৃত ও ব্যঙ্গ করেছে এবং মুসলিম যুবকদের উপর এক উদ্ভট মিথ্যারোপ করেছে। নিঃসন্দেহে এটাও তাদের উগ্রতার আরেক রূপ।

ইসলাম একজন মুসলিমকে কখনো গাইরে মাহরাম পুরুষ বা মহিলার সাথে মেলামেশা করার সুযোগ দেয়না। মেলামেশা তো দূর কি বাত হ্যায়, কথা বলারও সুযোগ দেয়না। এটা একজন মুসলিমের জন্য শয়তানের পক্ষ থেকে ভয়ংকর এক ফাঁদ। তাই ইসলাম এটাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে

[4] https://www.bbc.com/bengali/news-55234827

দিয়েছে। হাদিসে এসেছে। নাবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ما تركت بعدي فتنة أضر علي الرجال من النساء

- অর্থাৎ, (নাবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,) আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে ভয়ংকরতম কোনো ফিতনা আমি রেখে যাইনি।[5]

অতএব, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য নিজ ধর্মের একজন পর মহিলাই যেখানে বিয়ে ছাড়া সঙ্গী, বন্ধু বা রিলেটিভ হতে পারেনা, সেখানে অন্য ধর্মের কোনো নারী কীভাবে একজন মুসলিম যুবকের বন্ধু বা রিলেটিভ হবে? ইসলাম এটা কীভাবে অনুমোদন দিবে? আদৌ কি এটা সম্ভব? কল্পনা করা যায় কোনোভাবে? বরং, ইসলাম তো এক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে বলেছে। **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

يآ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين

- অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের ব্যতিত কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।[6]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يآ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري أولياء،

بعضهم أولياء بعض

[5] *সহিহ বুখারী*: ৫০৯৬, *সহিহ মুসলিম*: ৬৮৩৮

[6] সুরা নিসা : ১৪৪

- অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা নিজরা একে অপরের বন্ধু (তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না)।[7]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

- অর্থাৎ, একজন মুশরিকা মেয়ে অপেক্ষা একজন মুমিনাহ দাসীও উত্তম। যদিও মুশরিকাহ মেয়ে তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়।[8]

অতএব, লাভ জিহাদের সাথে একজন মুসলিম যুবকের কখনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। উগ্রবাদীরা এ বিষয়ে যা বলে থাকে, তা মুলতঃ 'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ' ষড়যন্ত্রকে তাদের ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ প্রমাণ করার কৌশলমাত্র।

[7] সুরা মায়িদাহ : ৫১

[8] সুরা বাকারা : ২২১